বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কাজ স্থবির

আহমেদ জায়িফ ●

- রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের কারণে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেও দফা দফায় পেছাতে বাধ্য হচ্ছে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়
- ১৪টির ভর্তি পরীক্ষা ও ১১টির ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের কারণে দেশের স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেও দফা দফায় পেছাতে বাধ্য হচ্ছে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়েও এখন সাক্ষাৎকারসহ পরবর্তী কাজ করতে পারছে না।

ভর্তির কাজ শেষে সাধারণত জানুয়ারি মাসে ক্লাস শুরু হয়। এ অবস্থায় সেশনজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হয়—এমন ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪টিতে এখন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষাই নেওয়া যাচ্ছে না, স্থগিত রয়েছে। ১১টিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হলেও এখন পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। চারটিতে একাধিকবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করেও এখন পর্যন্ত শেষ করা যায়নি। তবে একমাত্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য আতফুল হাই শিবলী *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট কমে এসেছিল। কিন্তু হরতাল-অবরোধের কারণে ঠিক সময়ে ভর্তি পরীক্ষা নিতে না পারায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন পিছিয়ে পড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয় নভেম্বরে। পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভর্তিসংক্রান্ত কাজ শুরু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের পাঁচটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা গত ২৩ নভেম্বর শেষ হয়েছে। কিন্তু স্থগিত হয়ে আছে সাক্ষাৎকার পর্ব।

চার দফা ভর্তির তারিখ পরিবর্তন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০ ডিসেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা এ ঘোষণা দেয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি বছরের ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল একই মাসের ২৫ তারিখ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ ১-৩ ইউনিট (জীববিজ্ঞান অনুষদ) এবং জি ইউনিটের (ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ) ভর্তি পরীক্ষা এ পর্যন্ত চারবার পেছানোর পর নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর।

ভর্তি পরীক্ষাই স্থগিত: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ দ্বিতীয় দফা পরিবর্তন করে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হরতাল-অবরোধের কারণে ১১ ডিসেম্বর তা স্থগিত করা হয়েছে।

যশোর এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এ বছর শুচ্ছ পদ্ধতিতে হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের আপত্তির মুখে স্থগিত হওয়া প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি।

এ ছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা ইনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, মাওলানা ভাসানী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিটাগং ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাধিকবার ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেও পরীক্ষা নিতে পারেনি। প্রতিবারই 'অনিবার্য' কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয়েছে।

পরীক্ষা শেষ কিন্তু প্রক্রিয়া স্থগিত: ২ নভেম্বরের শেষ হওয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েটের) ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল ৩০ নভেম্বর। কিন্তু তা স্থগিত করা হয়েছে। ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৪ ডিসেম্বর। কিন্তু ১০ ডিসেম্বর তা স্থগিত করা হয়েছে। হাজী মোহাম্মদ দানেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয় ২৬ অক্টোবর। এরপর আর ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। এদিকে গত ২৩ নভেম্বর শেষ হওয়া খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েটে) ভর্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৭ ডিসেম্বর। কিন্তু তা পিছিয়ে ২৮ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।